বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রম	সেবার নাম	বিস্তারিত	বাস্তবায়ন সময়কাল	বর্তমান অবস্থা
০১	ই-পুর্জি	চিনিকলের আখচাষিকে মিলে আখ সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্রকে "পুর্জি" নামে অভিহিত করা হয়। সহজকরণ/ডিজিটাইজেশনের পূর্বে চিনিকলের ইস্যুকৃত পুর্জি চিনিকলের নিজস্ব কর্মচারির মাধ্যমে আখচাষিকে হাতে-হাতে সরবরাহ করা হতো। এক্ষেত্রে সময়মত হাতে পুর্জি পাওয়া নিয়ে আখচাষিদের বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সেবাটিকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে যা "ই-পুর্জি" নামে অভিহিত। "ই-পুর্জি" বাস্তবায়নে চিনিকলের আখচাষিদের মোবাইল নম্বর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে ডাটাবেস তৈরি করে চিনিকলের পুর্জি ইস্যু হওয়ার বার্তা/তথ্য আখচাষির নিজস্ব বা অনুরোধযোগ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। ই-পুর্জি কার্যক্রম চালু হওয়ায় আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের সংবাদে/প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।	২০১০-১১	চলমান
০২	অনলাইন পুর্জি	মিল হতে পুর্জির এসএমএস প্রাপ্তির পর আখচাষিগণ নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেট সুবিধা সংবলিত কম্পিউটার থেকে অনলাইনে পুর্জি দেখতে এবং প্রিন্ট করতে পারেন।	২০১১-১২	চলমান
০৩	ই-গেজেট	ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার পর সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে চালু করা হয়েছে "ই-গেজেট"। এর মাধ্যমে চাষিরা ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে অথবা ইন্টারনেট সংযোগকৃত মোবাইল, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ-এ গিয়ে অনলাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্র ও ইউনিটভিত্তিক আখক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পারেন। সংস্থার অধীন ফরিদপুর চিনিকলে পরীক্ষামূলকভাবে ই-গেজেট সফটওয়্যার Develop করে ২০১৪-১৫ আখমাড়াই মৌসুমে চালু করা হয়েছে যা ২০২০-২১ আখমাড়াই মৌসুমেও সকল চিনিকলে সফলভাবে চলছে।	২০১৪-১৫	চলমান
০৪	ই-পেমেন্ট	ই-পুর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনিকলগুলোতে এবার মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা রুপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ আখমাড়াই মৌসুমে সকল চিনিকলের আখচাষিদের আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ আখমাড়াই মৌসুমেও এ কার্যক্রম সফলভাবে চলছে। পাশাপাশি চাষিদেরকে আখচাষে প্রণোদনার অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।	২০১৬-১৭	চলমান
০৫	সিসি ক্যামেরা	চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের সকল কর্মস্থলের কর্ম পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা মনিটরিং এর লক্ষ্যে মিল প্রতিষ্ঠানসহ সদরদপ্তর ঢাকা থেকে ২০১৯-২০ মাড়াই মৌসুমে সিসিটিভি সার্ভিলেন্স সিস্টেম এর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে মিলের কার্যক্রম সিসিটিভি সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে পর্যবেক্ষন ও মনিটরিং করা হচ্ছে।	২০১৯-২০	চলমান
০৬	বন্ধুসেবা	চিনিকলের ডাটাবেসভুক্ত আখচাষীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত অবহিত করণের জন্য "বন্ধুসেবা" চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আখচাষীর নিজস্ব বা অনুরোধযোগ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়।	২০২১-২২	চলমান

মোঃ সামিউল ইসলাম
উপব্যবস্থাপক (আইসিটি)
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০